যুগান্তর

তারিখ 11 AUG 2008
পৃঃ ৪ কঃ ৮

মাধ্যমিক শিক্ষায় নূতন প্রকল্প

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে প্রায় ১২শ' কোটি টাকার যেই নূতন প্রকল্প শুরু করা হইয়াছে, উহার সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিতে হইবে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ড্রপআউট হ্রাস, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও এসএসসিতে পাসের হার শতভাগে পৌঁছানো। এই প্রকল্পের অধীনে প্রথমবারের মতো ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্রদেরও উপবৃত্তি দেওয়া হইবে। অবশ্য উপবৃত্তির মূল উদ্দেশ্যই হইল ড্রপআউট কমানো। প্রকল্পের মোট অর্থের ৮৪ ভাগ ব্যয় করিবে সরকার। বাকি অর্থ ঋণ লওয়া হইয়াছে বিশ্বব্যাংক হইতে। শিক্ষার উন্নয়নে পূর্বেও এই ধরনের অনেক প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। ছাত্রীদের জন্য চালু করা হইয়াছে উপবৃত্তি কর্মসূচি। কিন্তু উহা শিক্ষার্থীদের স্কুলে নিবন্ধনের হার বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখিলেও ড্রপআউট বা ঝরিয়া পড়া হ্রাসে খুব বেশি সহায়ক হয় নাই। শিক্ষা বোর্ডগুলির কম্পিউটার কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৬ সালে নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন করিয়াছিল ১২ লক্ষ ৫৯ হাজার ১০৫ জন নিয়মিত ছাত্রছাত্রী। তাহাদের মধ্যে ৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৮৯৯ জন ২০০৮ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নেয়। অর্থাৎ দুই বৎসরে ঝরিয়া গিয়াছে ৬ লক্ষ ৬ হাজার ৩০৬ জন শিক্ষার্থী। নিবন্ধনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪৮ শতাংশই পরীক্ষা দেয় নাই। এই পরিসংখ্যানে উদ্বিগ্ন হইবার কারণ রহিয়াছে। সরকার নিশ্চয়ই উহা অনুধাবন করিয়াই মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে নূতন প্রকল্প চালু করিয়াছে। প্রকল্পের অন্যান্য কাজের মধ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থী পরিচর্যা, ভালো ফলের জন্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়িয়া তোলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমিটিগুলিকে আরও কার্যকর ও সক্রিয় করা ইত্যাদি কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করিতে পারিলে সুফল মিলিবে আশা করা যায়। তবে ড্রপআউট রোধে সর্বাগ্রে প্রয়োজন উহার আর্থ-সামাজিক কারণগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করিয়া কার্যকর পদক্ষেপ লওয়া। উপবৃত্তির পিছনে সরকার বৎসরে ৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে, অথচ সেই তুলনায় সুফল মিলিতেছে খুবই কম। ইহার একটি কারণ উপবৃত্তি প্রদানে বিদ্যমান অনিয়ম। এই ক্ষেত্রে কারচুপি হয় দুইভাবে। পরীক্ষায় নির্ধারিত নম্বর না পাইলেও বা শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত উপস্থিতি না থাকিলেও উপবৃত্তির শর্ত ভঙ্গ করিয়া অনেক ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া একশ্রেণীর শিক্ষক ও শিক্ষা-কর্মকর্তার যোগসাজশে ভুয়া ছাত্রী ভর্তি দেখাইয়া উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করা হয়। ছাত্রী উপবৃত্তির পাশাপাশি নূতন চালু করা ছাত্র উপবৃত্তির ক্ষেত্রে এইরূপ অনিয়ম যাহাতে না ঘটে, সেইজন্য লইতে হইবে কঠোর ব্যবস্থা। শিক্ষার মানোন্নয়নে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা। জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ হইয়াও গ্রামের শিক্ষার্থীরা সকল দিক দিয়াই পিছাইয়া রহিয়াছে। এই অবস্থা বজায় রাখিয়া শিক্ষা ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়ন আশা করা যায় না। বিশেষ করিয়া শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা উপকরণ— ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়া গ্রামাঞ্চল ও শহরের মধ্যে যেই বিস্তর ফারাক রহিয়াছে, উহার অবসান জরুরি। শিক্ষার মানোন্নয়নের আরেকটি শর্ত হইল ক্লাসে শিক্ষার্থীর নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এই ব্যাপারে যেমন অভিভাবকদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন, তেমনি শিক্ষকদের হইতে হইবে আরও বেশি দায়িত্বশীল। আজকাল প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং সেন্টারের কারণে অনেক শিক্ষক ঠিকমতো ক্লাস লন না। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি এইরূপ শিক্ষকদেরও 'স্কুলমুখী' করা প্রয়োজন। নিরুৎসাহিত করিতে হইবে কোচিং ব্যবসা। শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে দৃষ্টি দিলে শিক্ষার মান যেমন বৃদ্ধি পাইবে, এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হারও তেমনি বাড়িবে। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের নূতন প্রকল্প তখনই হইয়া উঠিবে অর্থবহ।